নিদর্শ - ৬

[নিয়ম -১৩(১) ও -২৬ দ্রষ্টব্য]

নির্বাচক তালিকায় নাম-অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনপত্র

.... বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের

নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক সমীপে

সম্প্রতি তোলা সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলের পাসপোর্ট - সাইজ (৩.৫ সে.মি. X ৩.৫ সে.মি.) ফোটোগ্রাফ লাগানোর জায়গা

মহাশয়/ মহাশয়া,

আমি অনুরোধ করছি যে, আমার নাম উল্লিখিত বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হোক। নির্বাচক তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আমার দাবির সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নীচে দেওয়া হল:

১। আবেদনকারীর বৃত্তান্ত	নাম	পদবি (থাকলে)

বয়স: ১ জানুয়ারি ....# তে	বছর:	মাস:	লিঙ্গ (পুং/স্ত্রী):
জন্মতারিখ (জানা থাকলে)	তারিখ:	মাস:	সাল:

জন্মস্থান	গ্রাম/শহর:	
	জেলা :	রাজ্য:

* পিতার/মাতার/ স্বামীর নাম	নাম	পদবি (থাকলে)

২। বর্তমানে সাধারণ ভাবে বসবাসের স্থানের বিবরণ (পুরো ঠিকানা):	
বাড়ির নং:	
রাস্তা / এলাকা / পাড়া:	
শহর / গ্রাম:	
ডাকঘর:	পিন কোড:
থানা:	
জেলা:	

৩। আবেদনকারীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের নাম ইতিমধ্যেই বর্তমান নির্বাচক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে তাঁদের বৃত্তান্ত:

নাম	আবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক	নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকার অংশ নং	উক্ত অংশে নামের ক্রমিক নং	নির্বাচকের সচিত্র-পরিচয়পত্রের নং
১।				
২।				

সালটি লিখুন, যেমন-২০১১, ২০১২, ইত্যাদি।

* অপ্রয়োজনীয় বিকল্পগুলি কেটে দিন।

৪। ঘোষণা

আমি আমার পূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে :-

(ক) আমি ভারতের নাগরিক;

(খ) __________________ (তারিখ, মাস ও বছর) হতে অংশ-২-এ প্রদত্ত ঠিকানায় আমি সাধারণ ভাবে বসবাস করি;

(গ) অন্য কোনও নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমি আবেদন করিনি;

(ঘ) * এই বা অন্য কোনও নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় আমার নাম ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

অথবা

*__________________ রাজ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায়, আমি পূর্বে সাধারণ ভাবে বসবাস করতাম বলে উক্ত রাজ্যের __________________________________ বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে এবং সেক্ষেত্রে উক্ত নির্বাচকতালিকা থেকে আমার নাম বাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

পুরো ঠিকানা (পূর্বে সাধারণ ভাবে বসবাসের স্থানের বিবরণ)	নির্বাচকের সচিত্র-পরিচয়পত্র ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে থাকলে তার নম্বর ______________________
____________________ ____________________ ____________________ ____________________	প্রদানের তারিখ __________________________

স্থান:

আপনার মোবাইল ফোন নম্বর/ই-মেল আইডি থাকলে
অনুগ্রহ করে এখানে লিখে দিন (ইচ্ছাধীন)

তারিখ: আবেদনকারীর সই বা টিপসই

দ্রষ্টব্য: কোনও ব্যক্তি যদি এমন কোনও বিবৃতি দেন বা ঘোষণা করেন যা মিথ্যা, বা যা তিনি মিথ্যা বলে জানেন বা বিশ্বাস করেন, অথবা সত্য বলে বিশ্বাস করেন না, তা হলে তিনি ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা-৩১ মতে দণ্ডনীয় হবেন (১৯৫০ সালের ৪৩ নম্বর)।

* অপ্রয়োজনীয় বিকল্পগুলি কেটে দিন ।

গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবরণ
(সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিককে পূরণ করতে হবে)

নির্বাচক তালিকায় নাম অন্তভুক্তির জন্য শ্রী / শ্রীমতী / কুমারী ____________________________ -র ৬-নং নিদর্শে প্রদত্ত আবেদনপত্রটি গ্রহণ*/ খারিজ* করা হল।[১৮* /২০*/২৬(৪)£ নম্বর নিয়ম মোতাবেক] গ্রহণ অথবা [১৭*/২০*/২৬(৪)£ নম্বর নিয়ম মোতাবেক] খারিজের যেসব কারণ দর্শানো হয়েছে সেসবের বিশদ বিবরণ:

স্থান: তারিখ:	নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের স্বাক্ষর	(নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের শিলমোহর)

£ নির্বাচক তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশের পরে ধারাবাহিক সংশোধনের সময়ে প্রযোজ্য।

* অপ্রয়োজনীয় বিকল্পগুলি কেটে দিন ।

ফিল্ডলেভেল অফিসার (যেমন - বিএলও, ডেজিগনেটেড অফিসার, সুপারভাইজরি অফিসার)-এর মন্তব্য

[এই পৃষ্ঠাটি যথেষ্ট পুরু হতে হবে যাতে ডাকপথে পৃষ্ঠাটি ছিঁড়ে না যায়/ক্ষতিগ্রস্ত না হয়]

গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগতিপত্র
এই পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অংশটি সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিককে পূরণ করতে হবে এবং প্রথম অংশে উল্লিখিত আবেদনকারীর দেওয়া ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

.... প্রথম ভাঁজ ....

প্রথম অংশ

পাঠানোর সময় নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিককে ডাকমাশুল স্ট্যাম্প লাগাতে হবে।

নিদর্শ-৬-এ প্রদত্ত............

** শ্রী / শ্রীমতী / কুমারী ____-র /এর আবেদনপত্রটি

**(পুরো ঠিকানা):							
বাড়ির নং:							
রাস্তা / এলাকা / পাড়া:							
শহর / গ্রাম:							
ডাকঘর:	পিন কোড:						
থানা:							
জেলা:							

**আবেদনকারীকে পূরণ করতে হবে।

.... দ্বিতীয় ভাঁজ ....

দ্বিতীয় অংশ

ক) গ্রহণ করা হল এবং শ্রী / শ্রীমতী / কুমারী ________________________________-র /এর নাম ______ নং বিধানসভা কেন্দ্রের ____________ নং অংশের __________ ________ ক্রমিক নং নথিভুক্ত করা হল।

খ) ____

____________________________ কারণে খারিজ করা হল।

তারিখ: ______________

নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক
ঠিকানা ____________
____
____

.... আলাদা করার জন্য অনুক্রমিক ছিদ্র..

আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার

নিদর্শ-৬-এ প্রদত্ত ** শ্রী / শ্রীমতী / কুমারী ______________________________-র /এর আবেদনপত্রটির প্রাপ্তিস্বীকার করা হল।

** ঠিকানা ....

তারিখ: ______________

নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের
পক্ষে আবেদনপত্র গ্রহণকারী
আধিকারিকের স্বাক্ষর
ঠিকানা ____________
____

** আবেদনকারীকে পূরণ করতে হবে।

৬ নং নিদর্শ পূরণ করা সম্পর্কিত নির্দেশিকা

কে ৬ নং নির্দশে দরখাস্ত করতে পারেন?

১। সংশোধনের বছরের ১লা জানুয়ারী তারিখে যাঁর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে।

২। বর্তমানে যে বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে নাম নথিভুক্ত আছে যিনি সেখান থেকে অন্যত্র সাধারণভাবে বসবাসের স্থান পরিবর্তন করেছেন।

কখন ৬ নং নির্দশে দরখাস্ত করতে পারেন?

১। বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশের দিন থেকে নির্দিষ্ট সূচী অনুযায়ী দরখাস্ত করতে পারেন। যখনই কোন নির্বাচক তালিকার সংশোধনের ঘোষণা হয় তখনই সে বিষয়ে প্রচার করা হয়। প্রচার মাধ্যমের এই ঘোষণার জন্য লক্ষ্য রাখুন। এই নির্দিষ্ট দিনগুলিতে এলাকার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এক কপি (নিদর্শ-৬) জমা দিতে হয়।

২। সংশোধনের প্রক্রিয়া যখন চালু না থাকে তখনও অর্থাৎ নির্দিষ্ট সূচী ব্যতিরেকে অন্য সময়ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক (ই আর ও)-এর কাছে ২ কপি দরখাস্ত (নিদর্শ-৬) জমা দিয়ে আবেদন করা যায়।

কোথায় ৬ নং নির্দশে দরখাস্ত জমা দিতে পারেন?

১। যখন সংশোধনের প্রক্রিয়া ঘোষিত হয় সেই সূচী অনুযায়ী ঘোষিত স্থান বা ডেজিগনেটেড লোকেশন (যা সাধারণভাবে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র হয়ে থাকে) যেখানে খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে

২। সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক বা সহকারী নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের কাছে সরাসরি।

৩। অন্য সময়ে অর্থাৎ যখন কোন সংশোধনের সূচী ঘোষিত হয়নি তেমন সময়ে সরাসরি কেবলমাত্র নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক বা ই আর ও-র কাছে।

কিভাবে ৬ নং নির্দশ পূরণ করবেন?

১। দরখাস্ত করবেন সংশ্লিষ্ট ই আর ও-র কাছে। ফর্মের ওপরে বামদিকের চিহ্নিত স্থানে বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নাম লিখুন।

২। ডানদিকে পাশপোর্ট মাপের ছবি লাগান।

৩। আবেদনকারীর বৃত্তান্ত লেখা জায়গায় প্রথমে নাম ও পরে পদবী লিখুন। নামের বানান সেভাবেই লিখবেন যেভাবে আপনি নির্বাচক তালিকায় ও সচিত্র পরিচয়পত্রে আপনার নাম দেখতে চান। উপাধি (শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী/ড:/খান/বেগম ইত্যাদি) লেখার প্রয়োজন নেই।

৪। বয়স-এর ঘরে সংশোধনের বছরের ১লা জানুয়ারী তারিখে পূর্ণ হওয়া বছর ও মাস লিখুন। মনে রাখবেন, যোগ্যতা নির্ধারক দিন-এ (১লা জানুয়ারী) যাঁর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে কেবলমাত্র তিনিই নির্বাচক তালিকায় নাম তোলার যোগ্য। সংক্ষিপ্ত সংশোধন বা বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পরবর্তী বছরের ১লা জানুয়ারী ও অন্য সময়ে সেই বছরের ১লা জানুয়ারী তারিখটিকে যোগ্যতা নির্ধারক দিন হিসাবে গণ্য করা হয়।

৫। বয়সের নির্দিষ্ট প্রমাণ থাকলে পরবর্তী ঘরে জন্মতারিখ লিখুন।

জন্মতারিখের প্রমাণস্বরূপ যে-সব নথির কোন একটি আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে সেগুলি হল:

ক) উপযুক্ত পৌর বা অন্য কর্তৃপক্ষের কর্তৃক প্রদত্ত জন্মের শংসাপত্র, অথবা ব্যাপ্টিজম সার্টিফিকেট, বা

খ) আবেদনকারী সর্বশেষ যে-বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন সেই সরকারি বা সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয় প্রদত্ত জন্মের শংসাপত্র, বা

গ) মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার শংসাপত্র/অ্যাডমিট কার্ড যেখানে জন্মতারিখ লেখা আছে (মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় বসেছেন এমন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে), বা

ঘ) অষ্টমশ্রেণি উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ওই পরীক্ষার মার্কশিট, যদি তাতে জন্মতারিখের উল্লেখ থাকে, বা

ঙ) পঞ্চমশ্রেণি উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ওই পরীক্ষার মার্কশিট, যদি তাতে জন্মতারিখের উল্লেখ থাকে, বা

চ) যে-সমস্ত আবেদনকারীর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা না করার কারণে জন্মতারিখসহ নির্দিষ্ট শংসাপত্র নেই, সে-সমস্ত ক্ষেত্রে বাবা বা মা — যে কোন একজনের নির্দিষ্ট বয়ানে দেওয়া ঘোষণাপত্র। যে-সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে বাবা বা মা-র ঘোষণাপত্রকেই বয়সের প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হচ্ছে সে-সমস্ত ক্ষেত্রে বয়স যাচাই করার জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই বিএলও/এইআরও/ইআরও-র কাছে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে হবে, বা

ছ) যে-সমস্ত ক্ষেত্রে পড়াশুনা না করার কারণে বিদ্যালয়ের জন্মতারিখযুক্ত শংসাপত্র পাওয়া সম্ভব নয় এবং আবেদনকারীর বাবা-মা-র কেউই বেঁচে নেই সে-সমস্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা পৌরসভা /পুরনিগমের সদস্যর দেওয়া বয়সের শংসাপত্র।

লক্ষণীয়: বয়সের প্রমাণপত্র কেবলমাত্র ১৮ থেকে ২১ বছর বয়সের আবেদনকারীর ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। অন্য সবক্ষেত্রে বয়স সংক্রান্ত আবেদনকারীর নিজস্ব ঘোষনাই বয়সের প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হবে।

৬। লিঙ্গ লেখা স্থানে পুরুষ/স্ত্রী বা অন্যান্য (পছন্দ বা প্রযোজ্য অনুযায়ী) লিখুন।

৭। জন্মস্থান লেখা স্থানে এদেশে জন্মগ্রহণকারী নাগরিকদের ক্ষেত্রে যে গ্রাম/শহর, জেলা ও রাজ্যে জন্মেছেন তা লিখুন।

৮। পিতা/মাতা বা স্বামীর নাম (বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে) ঠিক যেভাবে তালিকায় ও পরিচয়পত্রে লিখিত হবে সেভাবে লিখুন।

৯। বর্তমানে আপনি যেখানে সাধারণভাবে বসবাস করছেন, আপনার নাম সেখানেই অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আপনি আবেদন করবেন। বাড়ির নং ও অন্যান্য বিবরণ ফর্মে লিখুন। পিন কোড লিখতে ভুলবেন না।

সাধারণ ভাবে বসবাসের স্থানের প্রমাণস্বরূপ যে-সকল নথির প্রতিলিপি জুড়তে হবে সেসব নিম্নরূপ:

ক) ব্যাঙ্ক / কিষাণ / পোষ্টঅফিসের কারেন্ট পাসবুক, বা

খ) আবেদনকারীর রেশন কার্ড/পাসপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স/ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন জমা করার প্রমাণপত্র অথবা অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার, বা

গ) ওই ঠিকানায় আবেদনকারী বা তাঁর নিকটতম সম্পর্কের কোনও ব্যক্তি, যেমন-পিতা/মাতা-এর নামে পাঠানো জলের / টেলিফোনের / বিদ্যুতের / গ্যাস কানেকশনের বিল, বা

ঘ) ওই ঠিকানায় আবেদনকারীকে পাঠানো অথবা তাঁর পাওয়া ডাক বিভাগের চিঠিপত্র।

লক্ষণীয়: গৃহহীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ফর্ম-৬-এ প্রদত্ত ঠিকানায় বিএলও রাতে গিয়ে দেখবেন যে প্রকৃতই ওই ব্যক্তি ফর্ম-৬-এ প্রদত্ত ঠিকানায় রাতে ঘুমান কি না। যদি বিএলও সত্যতা যাচাই করতে সমর্থ হন যে, ওই গৃহহীন ব্যক্তি প্রকৃতই ওই স্থানে ঘুমান, তাহলে বসবাসের ঠিকানার কোনও প্রমানপত্র লাগবে না। এই সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বিএলও অবশ্যই একাধিক রাত ওই স্থানে যাবেন।

১০। যে বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে আপনি নাম তোলার জন্য দরখাস্ত করছেন সেই বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নাম থাকলে সেটি লিখুন। এর পরে, পুরুষ বা অবিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে পিতা বা মাতার নাম এবং বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামীর নাম লিখবেন।

(ঙ) দরখাস্তের সঙ্গে কি কি কাগজ/প্রমাণপত্র দেবেন?

১। বয়সের প্রমাণপত্র যার বিস্তারিত বিবরণ ওপরে লেখা আছে।

২। সাধারণভাবে বসবাসের প্রমাণপত্র যার বিস্তারিত বিবরণ ওপরে লেখা আছে।

৩। ২৫ বছরের ওপরে বয়স অথচ কখনও নির্বাচন তালিকায় নাম ওঠেনি এমন আবেদনকারীর ক্ষেত্রে কেন এতদিন নির্বাচক তালিকায় নাম ওঠেনি তা ব্যাখ্যা করে একটি ঘোষণাপত্র।

৪। পরিবারভুক্ত পিতা/মাতা/ভাই/বোন-এর সচিত্র পরিচয়পত্র থাকলে তার উভয়দিকের ফটোকপি।

৫। অন্য নির্বাচনক্ষেত্র থেকে স্থানান্তরিত আবেদনকারীর ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নির্বাচনক্ষেত্রের নং, অংশ নং ক্রমিক নং সহ সচিত্র পরিচয়পত্রের ফটোকপি

৬। পাশপোর্ট মাপের ছবি

মনে রাখবেন, ফর্মের পিছনে ৪ নং (ঘোষনা) অংশে আপনার সাধারণ ভাবে বসবাসের স্থান ও অন্যান্য ঘোষণাগুলি যেমন যেমন প্রযোজ্য তেমন তেমন ভাবে পূর্ণ করা খুবই গুরত্বপূর্ণ। স্থানান্তরিত নির্বাচকদের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ঠিকানার বিস্তারিত বিবরণ ও পূর্বে প্রাপ্ত সচিত্র পরিচয়পত্রের বিবরণ না দিলে দরখাস্ত গ্রাহ্য হবে না।

সই করার আগে আপনার মোবাইল নম্বরটি লিখে দেবেন। ওটি আপনার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।